যুগান্তর

তারিখ 14 APR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকের বেতন ৫শ' টাকা অনেকে তাও পান না

যুগান্তর রিপোর্ট

ভীষণ অভাব-অনটনে দিন কাটছে দেশের প্রায় ৭ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ৩৪ হাজার শিক্ষকের। দুর্মূল্যের এই বাজারে তারা বেতন পায় মাত্র ৫শ' টাকা। যা একদিকে মানবাধিকার লংঘনের শামিল, অন্যদিকে তাদের জন্য অপমানেরও। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা জানিয়েছে, চাকরি করেন কিন্তু কত টাকা বেতন পান তা পরিবারের সদস্যদের কাছে বলতে পর্যন্ত পারেন না লজ্জায়। দেড় যুগ ধরে এভাবে বেতনের নামে পরিহাসের শিকার হচ্ছেন তারা।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পাঁচ দিন অনশন করেছে ওই শিক্ষকরা। আমরণ অনশন শুরু করলেও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের আশ্বাসে বৃহস্পতিবার শেষ বিকালে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে তারা।

এসব মাদ্রাসার শিক্ষকদের সংগঠন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এসএম জয়নুল আবেদিন জিহাদী যুগান্তরকে জানান, শুধু বেতন বৈষম্যই নয়, তাদের শিক্ষার্থীরাও সরকারের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সারা দেশে প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। তারা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিলেও সরকারি বৃত্তি পায় না।

তিনি জানান, একসময় দেশে প্রায় ১৮ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই এসব প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করত। কিন্তু বেতন না পাওয়ায় যা নামমাত্র বেতনের কারণে অনেকেই এই পেশা ছেড়ে দিয়েছে। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে বর্তমানে মাত্র ৬ হাজার ৬৪৮টি টিকে রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবার ১

৩৪ হাজার শিক্ষকের মানবেতর জীবনযাপন

হাজার ৫১৯টির শিক্ষকরা ৫শ' করে টাকা পায়। বাকি ৫ হাজার ২২৯টিই বেতনবিহীন। অর্থাৎ ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা লেখাপড়া করায়, কিন্তু ৫শ' টাকাও পায় না।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে একই আইনের অধীনে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। এরই মধ্যে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান করেছে সরকার। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমানই বেতন পেয়ে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষকরা জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ফি বছর সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়। অথচ তাদের জন্য হয় মাত্র ৩ কোটি টাকা। এ অবস্থায় এই দুর্মূল্যের বাজারে তারা ভীষণ কষ্টেশিষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

অনশনকারীদের একজন আবদুল্লাহেল ফারুক বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলেও আমরা বেতন কাঠামোসহ সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এক মাস পর ৫শ' টাকা বেতন পাই। তা দিয়ে এ আমলে কিভাবে সংসার চলে। তারপরও শিক্ষকতা করছি। সরকার আশ্বাস দিয়েছে বেতন বাড়ানোর। একসময় হয়তো সুখের মুখ দেখা যাবে।'

আবদুস সাত্তার নামে আরেক শিক্ষক বলেন, 'আমি ১০ বছর ধরে ৫শ' টাকা মাসিক বেতনে চাকরি করছি। সংসার চলে না। নানা ধার-দেনা করে চলতে হয়।' তার প্রশ্ন, 'বর্তমান সময়ে কোন মানুষের পক্ষে কি ৫শ' টাকায় জীবন ধারণ করা সম্ভব? বর্তমানে একজন দিনমজুরের বেতনও মাসিক ৯-১০ হাজার টাকা। অথচ শিক্ষক হয়েও আমাদের বেতন মাত্র ৫শ' টাকা।' আবু বকর নামে একজন বললেন, 'আমাদেরও সংসার আছে, সন্তান আছে, আমরাও একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চাই।'